এসএএস/এসআরএএস (প্রথম পর্ব) পরীক্ষা, ২০১৮

সারসংক্ষেপ, খসড়া ও ইংরেজি কম্পোজিশন এবং বেসিক আইটি স্কিলস

সময়—৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান—১০০

পাস নম্বর—৪০

[দ্রষ্টব্য :—ডান পাশে উল্লিখিত সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। একই প্রশ্নের উত্তরে বাংলা ও ইংরেজি ভাষার মিশ্রণ গ্রহণযোগ্য নয়। তবে টেকনিক্যাল শব্দসমূহ ইংরেজিতে লিখা যাবে।]

ক বিভাগ

নম্বর

১। একটি অর্থবহ শিরোনাম দিয়ে উদ্ধৃত গদ্যাংশের সারসংক্ষেপ লিখুন :— ৩০

১·০১ বাংলাদেশের মানুষ দুর্নীতির বিভিন্ন রূপ দেখে অভ্যস্ত। কেবল জ্বালানি খাতেই গ্যাস চুরি, তেল চুরি, বিদ্যুৎ চুরি হয় অহরহ। বর্তমানে কয়লা চুরির বিরাট এক অভিযোগ উঠেছে। পথে পথে, ঘরে ঘরে আলোচিত হলো এটি, সাড়া পড়ল কয়লা চুরির খোঁজে। সরকার জানালো এ চুরির প্রতি তাদের জিরো টলারেন্স নীতির কথা। ইতোমধ্যে একাধিক তদন্ত কমিটি তাদের কাজ শুরু করেছে। কীভাবে এত বড় চুরির ঘটনা ঘটে গেল, তা জনগণের কাছে এখনও অস্পষ্ট। সংবাদ মাধ্যমগুলো তাদের অনুসন্ধানী রিপোর্ট যথাসাধ্য তথ্যভিত্তিক করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। নানা ধরনের তথ্য এসে জমা হচ্ছে। ছড়িয়ে পড়ছে এবং আলোচিত হচ্ছে।

এমতাবস্থায়, এই কয়লা চুরি বা লোপাট বা উধাও হবার সম্ভাব্য পন্থা বা পন্থাসমূহ সঠিকভাবে আলোচনা করা দুরূহ কাজ। কিন্তু এ সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ সন্নিবেশিত করে একটি বিশ্লেষণধর্মী ধারণা গড়ে তোলা যায় বৈকি! সবাই প্রত্যাশা করে যে তদন্ত কমিটি তাদের অনুসন্ধান সঠিকভাবে সম্পন্ন করে এর প্রকৃত পন্থা ও হোতাদের শনাক্ত করতে পারবে। প্রথমতঃ দেখা যাক কথিত চুরির ঘটনাটি কী?

বড়পুকুরিয়া খনি কর্তৃপক্ষ জানায় যে, ২০০৫ সালে খনি চালুর পর থেকে আজ অবধি ১ কোটি ১ লক্ষ ৬৬ হাজার টন কয়লা উৎপাদিত হয়েছে। আর এ থেকে বিদ্যুৎ কেন্দ্রে সরবরাহ করা হয় ৬৬ লাখ ৮৭ হাজার টন কয়লা। বাইরের প্রতিষ্ঠানে দেওয়া হয় ৩৩ লাখ ১৯ হাজার টন আর নিজস্ব ব্যবহারের জন্য নেওয়া হয় ১২ হাজার টন কয়লা। অর্থাৎ মোট কয়লা ব্যবহারের পরিমাণ ১ কোটি ১৮ হাজার টন, তাই বাকি থাকার কথা ১ লাখ ৪৮ হাজার টন কয়লা। কিন্তু ইয়ার্ডে গিয়ে দেখা গেল, পড়ে আছে ৪ হাজার টন কয়লা। তাই প্রশ্ন জাগে, বাকি ১ লাখ ৪৪ হাজার টন কয়লা গেল কোথায়?

১·০২ প্রথমেই দেখা যাক, কয়লা উধাওয়ের ঘটনায় অভিযুক্ত বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি কোম্পানি কর্তৃপক্ষ তাদের দায় এড়াতে কী ব্যাখ্যা দিচ্ছে। কোম্পানি কর্তৃপক্ষ বলছে, চুরি নয়, হিসাবে কম আসা এ পরিমাণ কয়লা টেকনিক্যাল লস হিসেবে হারিয়ে গেছে। এর অর্থ হলো, স্টক ইয়ার্ডে খোলা অবস্থায় রাখা কয়লা বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে, যেমন সহজাত প্রজ্বালন, অর্থাৎ বাতাসের সংস্পর্শে থাকা অবস্থায় কোন কোন অংশ নিজে নিজে জ্বলে যাওয়া, উন্মুক্ত থাকা অবস্থায় বৃষ্টির পানি প্রবাহের কারণে কয়লার গুড়া তৈরি হয়ে অংশবিশেষ অন্যত্র সরে যাওয়া, শুষ্ক অবস্থায় কয়লার ধুলা বাতাসে উড়ে যাওয়া, ইত্যাদি প্রাকৃতিক পদ্ধতির মাধ্যমে হারিয়ে গেছে। কয়লা বিশেষজ্ঞরা বলছেন, উন্মুক্ত অবস্থায় রাখা কয়লার স্তুপে এই প্রাকৃতিক ক্ষয় হয়ে থাকে, কিন্তু এর পরিমাণ কত, তা নির্ভর করে

[পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

বহুবিধ বিষয়ের ওপর। তাই কয়লার স্তূপ থেকে কী পরিমাণ কয়লা টেকনিক্যাল লস হিসেবে হারিয়ে যায়, তা জানতে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে মেপে রাখার বিধান রয়েছে।

২০০৫ সালে উৎপাদন শুরু হওয়ার পর থেকে এই টেকনিক্যাল লস নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে মাপা ও তার রেকর্ড রাখা হয়েছে কিনা। এমন প্রশ্নের জবাবে খনি কর্তৃপক্ষ জানায় যে, তাদের কাছে এরকম কোন তথ্য নেই। অর্থাৎ বিগত ১৩ বছরে উৎপাদিত কয়লার টেকনিক্যাল লস নিয়ে কেউ কোন দিন ভাবেন নি এবং কোন নথিতে এর কোন তথ্য নেই। সাধারণ দৃষ্টিতে এ পরিমাণ টেকনিক্যাল লস অনেক বলে মনে হয়, কিন্তু পরিমাণ গণনা সাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়। খনি কর্তৃপক্ষের হিসাবমতে যে পরিমাণ কয়লা উধাও হয়েছে, তা মোট উৎপাদনের ১ দশমিক ৪৪ শতাংশ। তাদের দাবি, আন্তর্জাতিক পরিসরে এ ধরনের কয়লার স্তূপে ৩ থেকে ৪ শতাংশ টেকনিক্যাল লস হবার রেকর্ড রয়েছে। এ তথ্যটির সূত্র হিসেবে ইন্টারনেটভিত্তিক ওয়েবসাইটগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু নিজস্ব খনির ক্ষেত্রে টেকনিক্যাল লসের কোন তথ্য বা রেকর্ড না দেখাতে পারায় তাদের এ দাবি গ্রহণযোগ্য নয়। সত্য উদ্ঘাটনের স্বার্থে তদন্ত কমিটির উচিত হবে একটি কারিগরি দলের সহায়তা নিয়ে এই ১৩ বছরে সম্ভাব্য কত টেকনিক্যাল লস হয়ে থাকতে পারে, এর আনুমানিক হিসাব বের করা। এটি করা হলে তদন্তের পরবর্তী ধাপগুলো আরও সুদৃঢ় হবে।

১·০৩ ধরা যাক, কয়লা বহনকারী ট্রাকে করে এই কয়লা চুরি করে নেওয়া হয়েছে। যদি তা হয়ে থাকে, তবে বড়পুকুরিয়ায় ব্যবহৃত সবচেয়ে বড় ট্রাকগুলো (৩০ টন ধারণ ক্ষমতা) ব্যবহার করে এই খোয়া যাওয়া ১ লক্ষ ৪৪ হাজার টন কয়লা বহন করতে ৪ হাজার ৮০০ টি ট্রাক লাগবে। যদি তিন মাসে এই চুরি সংঘটিত হতে হয়, তবে প্রতিদিন ৫৩ ট্রাক কয়লা পরিবহন করতে হবে। দিবালোকে বা রাতের আঁধারে এই বিপুল সংখ্যক চোরাই ট্রাকের লোকচক্ষু এড়িয়ে চলাচল করা অস্বাভাবিক বা অসম্ভব। তাই এ পন্থায় চুরি হলে তা দীর্ঘদিন ধরে হয়ে থাকবে। যেমন এক বছর সময়ে এই পরিমাণ কয়লা চুরি করতে প্রতিদিন ১৩টি করে কিংবা ১৩ বছর করলে প্রতিদিন ১টি করে ট্রাক লাগবে। অর্থাৎ এটা পরিষ্কার যে, এ কয়লা চুরি হয়ে থাকলে তা স্বল্প সময়ে নয়। বরং দীর্ঘদিন ধরে পাচারের মাধ্যমে করা হয়েছে।

বড়পুকুরিয়া কর্তৃপক্ষ বলছেন, কয়লা সরবরাহে বর্তমানে যে ব্যবস্থা রয়েছে, অর্থাৎ একটি ট্রাক গেটে ঢোকার সময় এবং কয়লা নিয়ে বের হবার সময় ডিজিটাল যন্ত্রে মাপা, একাধিক স্থানে কাগজপত্র পর্যবেক্ষণ করা ও বিশেষ ধরনের সফটওয়্যার সংবলিত কম্পিউটারে রেকর্ড করা ইত্যাদি। এগুলো ভেদ করে কোন চোরাই ট্রাক কয়লা নিয়ে চলে যাবে, তা অসম্ভব। এ দিকে একটি টেলিভিশন সংবাদ মাধ্যমে দেখিয়েছে, কয়লা খনি স্থাপনার পিছনের দিকে একটি গেট, যা দিয়ে কয়লাভর্তি ট্রাক যেতে দেখেছে স্থানীয় লোক। উপরোক্ত দুটি বক্তব্য পারস্পরিকভাবে বিপরীতমুখী। তদন্ত কমিটির উভয় পক্ষের দাবি বা অবস্থান বিশেষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে যাচাই করা আবশ্যক।

নম্বর

১·০৪ যে পথেই চুরি হোক না কেন, কয়লা অবৈধ হাতে অবৈধ স্থানে গিয়েছে, এর প্রমাণ পাওয়া যায় বড়পুকুরিয়ার কোনো কোনো ব্যবসায়ী ব্যক্তির নিজস্ব কয়লাস্তূপের অবস্থান দেখে। নিয়ম অনুযায়ী খনি কর্তৃপক্ষ প্রথমে বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কয়লা সরবরাহ নিশ্চিত করবে এবং ১৫ থেকে ২০ দিনের কয়লার মজুদ প্রস্তুত রাখবে। এরপরই কেবল নিজস্ব শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে, এমন ব্যক্তিকে কয়লা দিতে পারবে। কোনো সিনেমা হলের মালিক বা অন্য কোনো ব্যবসায়ী তাঁর আঙ্গিনায় কয়লা কিনে স্তূপ করে রাখবেন ও স্থানীয় শিল্পে উচ্চতর মূল্যে বিক্রি করে লাভজনক ব্যবসা চালাবেন, তা নিষিদ্ধ। কিন্তু এই অবৈধ কাজ বৈধ কাগজ হাতে নিয়েই করা হয়। রাজনৈতিক ও আর্থিকভাবে প্রভাবশালী ব্যক্তিরা তাদের প্রভাব খাটিয়ে শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক নন, এমন ব্যক্তির হাতে কয়লা ক্রয়ের কাগজ তুলে দেন। এমন ব্যক্তি যখন কয়লা নিয়ে বের হয়ে আসেন, তা বৈধ পথেই বৈধ কাগজের মাধ্যমে করেন, কিন্তু ব্যাপারটি পুরোপুরি অবৈধ। তিনি কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক নন বিধায় তিনি কয়লা নিতে পারেন না এবং এই কয়লা তিনি শিল্প মালিকদের কাছে উচ্চ মূল্যে বিক্রি করতেও পারেন না। কিন্তু এ উপায়ে দীর্ঘদিন ধরে অবৈধ ব্যবসা চালানো হচ্ছে। আর এ প্রক্রিয়ায় সহায়ক হিসেবে কেবল খনির বাইরের লোকই নন, বরং এর সঙ্গে খনি কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা জড়িত বলে অভিযোগ পওয়া যায়। এতে জড়িত থেকে যে কমিশন পাওয়া যায়, তা বেশ লোভনীয়। একটি শক্তিশালী সিন্ডিকেট এ অবৈধ ব্যবসা দেখভাল করে এবং প্রয়োজনে শক্তি ও অর্থ উভয়ই খাটিয়ে থাকে বলে অভিযোগ আছে।

১·০৫ বর্তমানে খনি কর্তৃপক্ষ ১ টন কয়লা বিদ্যুত কেন্দ্রে বিক্রি করলে পায় প্রায় ১১ হাজার টাকা। আর বাইরে শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিক্রি করলে পায় ১৭ হাজার টাকা। কয়লা বিক্রি করে যত বেশি লাভ দেখানো যায়, খনি কর্তৃপক্ষের ততই সুবিধা। কারণ, বেশি লাভে তাদের প্রাপ্য ব্যক্তিগত বোনাসের পরিমাণও বেশি হয়। তাই খনি কর্তৃপক্ষ বাইরের শিল্পে কয়লা দিতে বেশি আগ্রহী বলে অনেকে অভিযোগ করেন। কেবল তা-ই নয়, কয়লা উৎপাদন ও ব্যবহারের হিসাবে গরমিল করে বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের কয়লা ভাগাভাগিতে শেষোক্ত ক্রেতার প্রতি খনি কর্তৃপক্ষের পক্ষপাতিত্ব নিয়ে অনেকে প্রশ্ন করেন। দীর্ঘদিন ধরে কয়লা উৎপাদন ও বিক্রির রেকর্ড, তথা সামগ্রিক বিষয়টি অস্পষ্ট থাকায় নানাবিধ প্রশ্ন উঠেছে।

১·০৬ দেশীয় কয়লা উৎপাদনের ক্ষেত্রে বড়পুকুরিয়া কেলেঙ্কারি একটি বিরাট আঘাত। দুর্নীতির কাদায় আটকে পড়লে এটি সমগ্র দেশীয় কয়লা খনি উন্নয়ন পরিকল্পনাকে হতাশায় নিমজ্জিত করবে। আশার কথা সরকার শক্ত হাতে এর যথাযথ তদন্ত করে দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি বিধানের আদেশ দিয়েছে। একটি নিরপেক্ষ ও কারিগরি সদস্য সংবলিত তদন্ত কমিটি কর্তৃক বিষয়টি নিবিড়ভাবে তদন্ত করে প্রকৃত ঘটনা উম্মোচিত করা হোক। সবাই সে অপেক্ষায় রয়েছে।

২। ১নং প্রশ্নে বর্ণিত বিষয়ে একটি বিশেষ নিরীক্ষা কার্যক্রম গ্রহণের জন্য বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল মহোদয় নির্দেশ প্রদান করেছেন। এ উদ্দেশ্যে জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সচিবকে অবহিতকরণ এবং নিরীক্ষাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানের জন্য ডেপুটি সিএন্ডএজি (এ এন্ড আর) এর স্বাক্ষরে প্রেরিতব্য পত্রের একটি খসড়া প্রস্তুত করুন। ১০

৩। Office of the Comptroller and Auditor General of Bangladesh intends to take-up a project for reforming the audit methodologies. For this project, donor fund amounting to US$ 200 million will be needed. Draft a letter on behalf of CAG to the secretary, Finance Division to take up the matter with secretary, ERD. ১০

[পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

নম্বর

৪। ইংরেজিতে অনুবাদ করুন :— ১০

সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ কর্মসূচি অর্থ বিভাগের অধীন একটি সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংস্কার কার্যক্রম। সম্পূর্ণ সরকারি অর্থে দেশীয় বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে পরিচালিত এ কর্মসূচি থেকে উদ্ভাবিত সরকারি কর্মচারীদের অনলাইনে বেতন নির্ধারণ, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীদের পেনশন পুনর্নির্ধারণ, ইএফটি-এর মাধ্যমে বেতন-ভাতা প্রদান, আইবাস ++ প্রবর্তনসহ ০৬টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ সরকারি আর্থিক খাতে ইতোমধ্যে ব্যাপক অবদান রাখছে। সারাদেশের লক্ষাধিক সরকারি দপ্তর/প্রতিষ্ঠানের ১৬ লক্ষ কর্মচারী এসব উদ্যোগের মাধ্যমে সরাসরি উপকৃত হচ্ছে। এছাড়া বাজেট ও হিসাবরক্ষণ শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতির প্রবর্তন ও ই-চালান প্রবর্তন করা হয়েছে এবং আরও অনেক উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এসব উদ্ভাবনী উদ্যোগ আর্থিক খাতে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠাসহ সরকারি অর্থের দক্ষ ব্যবস্থাপনা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে।

৫। বাংলায় অনুবাদ করুন :— ১০

The Fundamental Auditing principles state that public sector auditors choose and perform audit steps and procedures that, in their professional judgement are appropriate in the circumstances. The Fundamental Auditing Principles also state that the steps and procedures are designed to obtain sufficient, competent and relevant evidence that will provide a reasonable basis for the auditor's judgements and conclusions. Evaluating the entity's internal control systems and assessing the risks that the control systems may not prevent or detect instances of non-compliance are a normal part of performing compliance audits.

The audit procedures to be performed will depend on the particular subject-matter and criteria identified, as well as the auditor's professional judgement. The procedures should be clearly linked to the identified risks. When the risks of non-compliance are significant and public sector auditors plan to rely on the controls in place, such controls must be tested. When controls are not considered reliable, public sector auditors plan and perform substantive procedures to respond to the identified risks. Further more, additional substantive procedures are performed when there are significant risks of non-compliance. If the audit approach consists only of substantive procedures, tests of details (not only analytical tests) are performed.

খ বিভাগ

৬। টীকা লিখুন :— ৪×৩=১২

(ক) র‍্যাম (RAM); (খ) রোম (ROM); (গ) অপারেটিং সিস্টেম (OS)।

৭। পার্থক্য নির্ণয় করুন :— ১০

(ক) মাদার বোর্ড এবং কী বোর্ড;

(খ) মেইনফ্রেম কম্পিউটার এবং মাইক্রো কম্পিউটার;

(গ) LAN এবং WAN;

(ঘ) হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার।

৮। এমএস এক্সেস কি? মূলতঃ কি কি কাজে এটি ব্যবহার করা হয়? উদাহরণসহ লিখুন। ৮

এসএএস/এসআরএএস (প্রথম পর্ব) পরীক্ষা, ২০১৭
সারসংক্ষেপ, খসড়া ও ইংরেজি কম্পোজিশন এবং বেসিক আইটি স্কিলস

সময়—৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান—১০০

পাস নম্বর—৪০

[**দ্রষ্টব্য** :—ডান পাশে উল্লিখিত সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। **সকল** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। একই প্রশ্নের উত্তরে বাংলা ও ইংরেজি ভাষার মিশ্রণ গ্রহণযোগ্য নয়। তবে টেকনিক্যাল শব্দসমূহ ইংরেজিতে লিখা যাবে।]

ক বিভাগ

নম্বর

১। একটি অর্থবহ শিরোনাম দিয়ে উদ্ধৃত গদ্যাংশের সার-সংক্ষেপ লিখুন :— ৩০

১.০১ যে কোনো ধরনের মেডিকেল চিকিৎসা রোগ চিহ্নিতকরণ, রোগজীবাণু অথবা যে কোনো ধরনের প্রতিরোধ ব্যবস্থার মাধ্যমে উৎপাদিত কঠিন, তরল বা বায়বীয় যে কোনো দ্রব্যই চিকিৎসা বর্জ্য হতে পারে। বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান যেমন-হাসপাতাল, মেডিকেল এবং ডেন্টাল ক্লিনিক, ডায়াগনস্টিক সেন্টার, ব্লাড ব্যাংক, পশু হাসপাতালসমূহ, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ল্যাবরেটরী ফার্মাসিউটিক্যালস প্রতিষ্ঠানসমূহের দ্বারা ক্ষতিকর বা অক্ষতিকর চিকিৎসা বর্জ্য উৎপাদিত হতে পারে। তবে অধিকাংশ চিকিৎসা বর্জ্যই হাসপাতালসমূহে সৃষ্টি হয়।

১.০২ চিকিৎসা বর্জ্যের প্রকারভেদ নিম্নরূপ :

সাধারণ বর্জ্য : কাগজ, প্যাকেট, রক্তবিহীন হাতমোজা, আইভি ব্যাগ, অন্যান্য পচনশীল কিংবা অপচনশীল বর্জ্য।

ক্ষতিকর বর্জ্য : টিস্যু, অঙ্গ বা শরীরের বিভিন্ন অংশ ও তরল জীবাণু, প্যাথলজিক্যাল নমুনা, সংক্রমণশীল দ্রব্য, ব্যবহৃত গজ, ব্যান্ডেজ, মোজা, ন্যাকড়া।

তরল বর্জ্য : রোগীর মাধ্যমে উৎপাদিত বর্জ্য, রক্ত, দেহরস, সিরাম, রক্ত কণিকা, অন্যান্য তরল পদার্থ।

ধারালো বর্জ্য : চিকিৎসায় ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের সূচ, সিরিঞ্জ, সকল প্রকার ব্লেড, ভাঙ্গা গ্লাস।

তেজস্ক্রিয় বর্জ্য : পরমাণু চিকিৎসা ও গবেষণায় সৃষ্ট বর্জ্য, গামা রশ্মির বিকিরণ।

পুনঃব্যবহারযোগ্য বর্জ্য : ব্যবহৃত সিরিঞ্জ, প্লাস্টিক ব্যাগ, বোতল ও অন্যান্য প্লাস্টিক সামগ্রী।

১.০৩ যুক্তরাষ্ট্রের Environmental Protection Agency'র মতে মোট চিকিৎসা বর্জ্যের প্রায় ১৫% হল ক্ষতিকর বর্জ্য। সংক্রামক চিকিৎসা বর্জ্য এমন এক ধরনের বর্জ্য যা মানুষ ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। এগুলোর মধ্যে আছে গজ, অস্ত্রপচারে ব্যবহৃত গ্লাভস, সরঞ্জামসমূহ, সূচ, জীবাণুবহনকারী জিনিষপত্র ও কাপড়সমূহ। সংক্রমিত হাসপাতাল বর্জ্যকে সঠিকভাবে সংরক্ষণ না করার ফলে এগুলো বিভিন্ন ধরনের রোগ সৃষ্টি করছে।

[পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

১.০৪ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে রেজিস্টার্ড হাসপাতালের সংখ্যা ৩৩৭৪টি এবং মোট বেড সংখ্যা হল ৯১,১০২টি, ডায়াগনস্টিক সেন্টারের সংখ্যা ৪,৯২৭টি। এদের মধ্যে সরকারি হাসপাতালের সংখ্যা ৬০৬টি যার বেডসংখ্যা ৪৪,০৮২টি এবং বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকের সংখ্যা ২,৭৬৮টি যার বেডসংখ্যা ৪৭,০২০টি।

১.০৫ কোনো চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান কার্যক্রম পরিচালনা করার পূর্বে সেটিকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক রেজিস্টারভুক্ত হতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শর্তগুলো নিশ্চিত হলেই কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সার্টিফিকেট প্রদান করে থাকে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অপারেটিং লাইসেন্স ছাড়াই সারাদেশে অনেক হাসপাতাল চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য মতে ১.৫০ কেজি/প্রতিজন/প্রতিদিন হারে চিকিৎসা বর্জ্য সৃষ্টি হয়। সে হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশের ৩,৩৭৪টি সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে (শয্যা সংখ্যা ৯১,১০২টি) ১৩৭ টন/প্রতিদিন অর্থাৎ ৫০,০০০ টন/প্রতিবছর চিকিৎসা বর্জ্য উৎপন্ন হচ্ছে, যার ১৫% ক্ষতিকারক বর্জ্য। অর্থাৎ ২০.৫ টন/প্রতিদিন; ৭,৪৮২ টন/প্রতিবছর ক্ষতিকারক বর্জ্য উৎপন্ন হচ্ছে।

১.০৬ চিকিৎসা বর্জ্যের অব্যবস্থাপনার ফলে স্বাস্থ্যকর্মী, রোগী, সাধারণ জনগণ, বর্জ্য সংগ্রহকারী, বর্জ্য পরিবহনকারী অর্থাৎ পেশাগত এবং স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি তৈরি হয়। এটি বায়ু, পানি ও মাটির দূষণসহ সকল ধরনের জীবের স্বাস্থ্য ঝুঁকি তৈরি করছে। অধিকন্তু যদি এ চিকিৎসা বর্জ্য ঠিকমত সংগৃহীত ও বিনষ্টকৃত করা না হয় তবে কিছু বর্জ্য যেমন সিরিঞ্জ ও অন্যান্য সামগ্রী যা সাধারণ মানুষ সংগ্রহ করে, পুনঃবিক্রি এবং পুনঃ ব্যবহৃত হতে পারে, যা মানবদেহে মারত্মক রোগ সৃষ্টি করতে পারে। যতি এ বিপুল পরিমাণ চিকিৎসা বর্জ্য ঠিকমত নিয়ন্ত্রণ বা বিনষ্টকরণ করা না হয় তবে তা পরিবেশ এবং মানব স্বাস্থ্যের জন্য ব্যাপক ক্ষতির কারণ হতে পারে। এ সকল বর্জ্য পানির সাথে মিশে ভূ-উপরিভাগ ও ভূ-গর্ভস্থ পানিকে দূষিত করে। বর্জ্যের অতিরিক্ত অংশ পানির রাসায়নিক গঠন পরিবর্তন করে দিতে পারে যা জীব বৈচিত্র্যের সার্বিক ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করবে। যে কোনো মানুষ বা প্রাণী এ দূষিত পানি পান করে সহজেই যে কোনো ধরনের রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

১.০৭ বাংলাদেশে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োগযোগ্য বিভিন্ন আইন ও বিধি-বিধানসমূহ :

- চিকিৎসা বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮।
- পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫।
- পরিবেশ সংরক্ষণ নীতিমালা, ১৯৯৭।
- ঢাকা সিটি কর্পোরেশন আইন।
- স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯।
- ঢাকা সিটি কর্পোরেশন অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৮।

নম্বর

১.০৮ হাসপাতাল চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত প্রধান প্রতিষ্ঠানসমূহ হলো :

- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং তার অধীনস্থ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ।
- পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং তার অধীনস্থ পরিবেশ অধিদপ্তর ।
- স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন সিটি করপোরেশন ও পৌরসভাসমূহ ।
- প্রিজম বাংলাদেশ ফাউন্ডেশনসহ অন্যান্য এনজিওসমূহ ।
- বিভিন্ন হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহ ।

১.০৯ হাসপাতাল বর্জ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ এর সংগ্রহ, পরিবহণ এবং চূড়ান্ত পরিশোধন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । হাসপাতাল বর্জ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাবে চিকিৎসা পেশায় নিয়োজিত জনবল, রোগী, স্বাস্থ্যকর্মী, বর্জ্য সংগ্রহকারী, বর্জ্য বহনকারী এবং সাধারণ জনগণ স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে । এমনকি এর জন্য বায়ু এবং পানিও দূষিত হতে পারে এবং মানবদেহে এর প্রভাব পড়তে পারে । তবে উল্লেখ্য যে, হাসপাতাল বর্জ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্যে প্রয়োজনীয় সরকারি বিধি-বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে কিন্তু এর যথাযথ প্রয়োগ হচ্ছে না ।

১.১০ বাংলাদেশের হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সঙ্গে ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ওতপ্রোতভাবে জড়িত । এ সকল প্রতিষ্ঠানসমূহ বিভিন্ন নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কারিগরি মান নির্ধারণ, হাসপাতালসমূহে বিভিন্ন ধরনের উপকরণ সরবরাহ, পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান, অভ্যন্তরীণ ও বহিঃবিভাগীয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পর্যবেক্ষণ ও পরিদর্শন, প্রতিবেদন প্রণয়ন, বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ, প্রশিক্ষণ প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত । সে কারণে হাসপাতাল বর্জ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমের মধ্যে যথাযথ সমন্বয় অত্যন্ত জরুরী ।

২। ১নং প্রশ্নে বর্ণিত বিষয়ের প্রেক্ষাপটে পারফরমেন্স অডিট অধিদপ্তরের পক্ষ হতে বাংলাদেশের হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর একটি পারফরমেন্স নিরীক্ষা কার্যক্রমের প্রস্তাব দিয়ে সিএজি কার্যালয় বরাবরে পত্র লিখুন । ১০

৩। ইংরেজিতে অনুবাদ করুন :— ১০

নিরীক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন, মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষাকার্য সম্পাদন এবং সমাপ্তির পর্যায়ে তত্ত্বাবধান, কার্যকর নিরীক্ষা অনুশীলনের জন্য মৌলিক একটি বিষয় । যথাযথ তত্ত্বাবধানকারী নিশ্চিত করবেন যে নিরীক্ষকগণ :

- গৃহীত নিরীক্ষা কার্যক্রমের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানেন;
- যে কাজ তাঁরা করছেন তার আওতা ও গভীরতা সম্পর্কে তাঁদের পরিষ্কার ধারণা রয়েছে;
- নিরীক্ষাকার্য পরিচালনার পূর্বে যে পদ্ধতিসমূহ প্রয়োগ করা হবে তা নির্ধারণ করেন; এবং
- পরিকল্পিত কাজ কোন ক্ষেত্রে পরিবর্তিত হতে পারে তা জানেন ।

[পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

নম্বর

নিরীক্ষা চলাকালে তত্ত্বাবধানের উদ্দেশ্য হল নিয়মিত অগ্রগতি পর্যালোচনা করা, যাতে এটা নিশ্চিত করা যায় যে :

- নিরীক্ষা নির্ধারিত সময় এবং একটি নির্দিষ্ট কর্মসূচী অনুসরণ করে অগ্রসর হচ্ছে;
- নিরীক্ষা কাজে গভর্নমেন্ট অডিটিং স্ট্যান্ডার্ডস, অডিট কোড এবং অডিট ম্যানুয়ালের দিক-নির্দেশনাদি অনুসৃত হচ্ছে;
- সম্পাদিত কার্যের সমর্থনে যথাযথ প্রমাণকসমূহ দলিলভুক্ত করছে; এবং
- কোনো তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন আনা প্রয়োজন বিবেচনা করলে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পূর্বাহ্নেই সে বিষয়ে সম্মতি গ্রহণ করা হচ্ছে।

৪। বাংলায় অনুবাদ করুন :— ১০

The Comptroller and Auditor General of Bangladesh after apprising the Hon'ble Prime Minister in compliance with the Rules of Business, submits the audit reports to the Hon'ble President of the People's Republic of Bangladesh who shall cause them to be laid before the parliament in accordance with Article 132 of the Constitution. The Auditor General's reports are discussed by the Public Accounts Committee (PAC) of the Parliament. The PAC deals with important observations and comments of the audit reports through threadbare scrutiny, simultaneously giving instructions to the Principal Accounting Officers (Secretaries of different Ministries) and concerned officials. Findings of PAC includes responses of the Ministries and executive agencies along with the recommendations of the committee. PAC recommendations are usually accepted by the Auditee departments. Office of the Comptroller and Auditor General (OCAG) provides necessary supports to PAC in effective functioning.

৫। Office of the Comptroller and Auditor General of Bangladesh intends to complete the remaining three stories of Audit Complex Building—one for Performance Audit Directorate and the other two for PTST Audit Directorate within the next financial year. Draft a letter on behalf of CAG to the Secretary, Finance Division for sanctioning Tk. 5 crores for this purpose. ১০

খ বিভাগ

৬। টীকা লিখুন :— ৪×৩=১২

(ক) ডাটাবেজ;

(খ) মাইক্রোসফ্‌ট পাওয়ার পয়েন্ট;

(গ) ফোল্ডার।

৭। কম্পিউটার হার্ডওয়্যার এর বিভিন্ন অংশের নামসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন। ১০

৮। ইন্টারনেট ব্রাউজিং বলতে কি বুঝায়? ইন্টারনেট ব্রাউজিং এ ব্যবহৃত কয়েকটি সফ্‌টওয়্যারের নাম লিখুন। ৮

এসএএস/এসআরএএস (প্রথম পর্ব) পরীক্ষা, ২০১৪

সার-সংক্ষেপ, খসড়া, ইংরেজি কম্পোজিশন এবং বেসিক আইটি স্কিলস

সময়—৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান—১০০

পাস নম্বর—৪০

[দ্রষ্টব্য ঃ—ডান পাশে উল্লিখিত সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। একই প্রশ্নের উত্তরে বাংলা ও ইংরেজি ভাষার মিশ্রণ বর্জনীয়। তবে টেকনিক্যাল শব্দসমূহ ইংরেজিতে লিখা যাবে।]

ক বিভাগ

নম্বর

১। একটি অর্থবহ শিরোনাম দিয়ে উদ্ধৃত গদ্যাংশের সার-সংক্ষেপ লিখুন ঃ— ৩০

সরকারি কাজে স্বচ্ছতা আধুনিক জন-প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। সরকারের নৈতিক ও আইনগত দায়িত্ব তার কর্মকাণ্ড এবং পারফরমেন্স সম্পর্কে নির্দিষ্ট মেয়াদে জনগণকে অবহিত করা। সরকারের কর্তৃত্ব যে জনগণ দ্বারা প্রদত্ত এবং যে জনগণের জন্য সরকারের সেবা ও সকল কর্মকাণ্ড নিয়োজিত তাঁদের অধিকার রয়েছে সরকারের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বিস্তারিত জানার। স্বচ্ছতার মূলনীতি হচ্ছে যে, সরকারি কর্মকাণ্ডের মূল লক্ষ্য, অর্থব্যয় এবং ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সকল তথ্যের অবাধ প্রবাহ থাকতে হবে। আর প্রশাসনের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হলে রাষ্ট্রীয় অতি গোপনীয় কতিপয় বিষয় ব্যতিরেকে সকল সরকারি কর্মকাণ্ডের উপর নির্দিষ্ট মেয়াদভিত্তিক পারফরমেন্স প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং তা জনগণের নিকট প্রকাশ করার ব্যবস্থা নিতে হবে। সরকারের কর্মকাণ্ড অধিক দৃশ্যমান করা এবং সরকার যেভাবে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করছে বা দায়িত্ব পালন করছে সে সম্পর্কে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্যই স্বচ্ছতা প্রয়োজন। জন-প্রশাসনের মধ্যে আর্থিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতার প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশী। আর্থিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা না থাকলে দুর্নীতি, অনিয়ম এবং অপচয়ের সম্ভাবনা বেশী থাকে। উদাহরণস্বরূপ, কোনো এলাকায় কোনো একটি সেতু নির্মাণের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ বা ঠিকাদার নিয়োগের প্রক্রিয়া সম্পর্কে যদি স্থানীয় জনগণ অবহিত থাকে সে ক্ষেত্রে ঐ কাজের জন্য সংশ্লিষ্ট নির্বাহী কর্তৃপক্ষ যেমন তাঁদের জবাবদিহিতা সম্পর্কে সচেতন থাকবে, তেমনি তা তাঁদের কাজের দক্ষতা বৃদ্ধিতেও সহায়ক হবে। সুতরাং স্বচ্ছতা একদিকে যেমন জবাবদিহিতার জন্য অপরিহার্য, অন্যদিকে তেমনি তা প্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধিতে এবং দুর্নীতি প্রতিরোধেও সহায়ক। পক্ষান্তরে আর্থিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতার অভাব থাকলে একদিকে যেমন ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতি বৃদ্ধি পেতে পারে, অন্যদিকে তেমনি তা জনমনে অবিশ্বাস বা প্রশাসনের প্রতি অনাস্থা সৃষ্টি করতে পারে। সুতরাং স্বচ্ছতার অভাব সুশাসনের অন্তরায়। কানাডার প্রাক্তন অডিটর জেনারেল Denis Desautels বলেন, 'স্বচ্ছতা প্রশাসনের ভিতরে এবং সর্বস্তরে আলোর বিচ্ছুরণ এমনভাবে পৌছে দেয় যাতে ব্যবস্থাপকগণ তাদের কাজে এবং জনস্বার্থে অধিক Sensitized বা সংবেদনশীল ও দক্ষ হয়ে ওঠেন। স্বচ্ছতা দুর্নীতি প্রতিরোধক হিসেবেও কাজ করে।' অন্যদিকে জবাবদিহিতাও মূলত অবাধ তথ্য প্রবাহের উপর নির্ভরশীল। মনে রাখা দরকার নির্বাহী বিভাগ সংসদের নিকট প্রকৃত ও যথার্থ তথ্য উপস্থাপনও জবাবদিহিতার একটি শর্ত।

[পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব

নম্বর

সংক্ষেপে বলা যায় যে, সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা অর্থ ও সম্পদের সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে জবাবদিহিতার ব্যবস্থাকে অধিক উন্নত ও কার্যকর করতে একটি অপরিহার্য উপায়। সামাজিক অন্যায় ও অনিয়মের প্রতিষেধক হিসেবেও এর ভূমিকা রয়েছে। স্বচ্ছতার বিচ্ছুরণই আলোকিত করতে পারে দুর্নীতিগ্রস্ত ও অনিয়মে জরাজীর্ণ প্রশাসনকে, জাগিয়ে তুলতে পারে প্রশাসনের সংবেদনশীলতা ও জবাবদিহিতাকে।

কোনো অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে হিসাব বা জবাব প্রদানের বাধ্যবাধকতাই জবাবদিহিতা। রাজনৈতিক, সাংবিধানিক, আইনগত বা চুক্তিভিত্তিক সকল কাজে এবং দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ব্যক্তি বা সমষ্টি (Group) কে তাদের উপর অর্পিত কাজ বা পারফরমেন্স সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ, ব্যাখ্যা এবং যৌক্তিকতা (Justify) প্রদানের আবশ্যিকতাকেই জবাবদিহিতা বলা হয়। জবাবদিহিতা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূল উপাদান। প্রকৃত অর্থে সরকারের নির্বাহী বিভাগের অন্তর্গত সকল বিভাগ বা প্রতিষ্ঠান তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব কিভাবে এবং কতটুকু প্রতিপালন করতে পেরেছে সে সম্পর্কে সংসদের নিকট এবং চূড়ান্ত বিচারে জনগণের কাছে হিসাব প্রদানের দায়বদ্ধতার নামই জবাবদিহিতা। জন-প্রশাসনে জবাবদিহিতার মধ্যে আর্থিক জবাবদিহিতাই (Financial Accountability) মুখ্য বিষয়। সরকারি অর্থ ও সম্পদ ব্যবহারে নির্বাহী বিভাগ দক্ষতা ও সততার সাথে দায়িত্ব পালন করতে পেরেছে কিনা এবং সে সম্পর্কে স্বচ্ছতা ও দায়দায়িত্ব নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকাকেই আর্থিক জবাবদিহিতা বলা হয়।

আর্থিক জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে বাজেট প্রণয়ন ও সংসদ কর্তৃক তা অনুমোদনের প্রক্রিয়া, অর্থ মন্ত্রণালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, কেবিনেট, সরকারের নির্বাহী বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, হিসাবরক্ষণ অফিস, অডিটর জেনারেল এবং সংসদীয় কমিটিসমূহের ভূমিকা রয়েছে। তবে এর মধ্যে সংসদীয় আর্থিক কমিটিসমূহ যেমন—সরকারি হিসাব সম্পর্কত স্থায়ী কমিটি, সরকারি প্রতিষ্ঠান কমিটি, অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটি এবং অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে এবং তা অর্থ ব্যবস্থাপনায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

২। বাংলায় অনুবাদ করুন ঃ— ১০

Mr. Masud Ahmed took his oath as the 11th Comptroller and Auditor General of Bangladesh on Sunday, April 28, 2013. The Chief Justic Mr. Md. Muzammel Hossain administered the oath at the Judges Lounge of Supreme Court. Apart from his professional life, Mr. Ahmed is a novelist and short story writer, having written more than one hundred short stories and six novels so far. One of his novels, 'Choitrapabon O Digantorekha' has got wide acclamation for occupying a significant niche in the creative writings on Bangladesh's Liberation War. 'Dr Muhammad Shahidullah' Literary Award, 'Sher-E-Bangla A.K. Fazlul Haq Literary Award, Natyasava Literary Award and several other accolades acknowledge his contribution to Bangla literature. As a vocalist of Bangladesh Television, he performs Bangla songs of the golden age.

নম্বর

৩। ইংরেজিতে অনুবাদ করুন ঃ— ১০

স্বাধীনতার পর থেকে সিএজি কার্যালয় ৯৩৯টি অডিট রিপোর্ট সংসদে পেশ করে। এর মধ্যে ৮ম সংসদ এর মেয়াদে ৩৩২টি অডিট রিপোর্ট আলোচনা করা হয়। বর্তমান হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি (পিএসি) অবশিষ্ট ৬০৭টি রিপোর্ট নিয়ে কাজ শুরু করে। এই রিপোর্টগুলির মধ্যে ৯৯টি নতুন রিপোর্ট জাতীয় সংসদে ২০০৯—২০১১ মেয়াদে পেশ করা হয়েছে। বর্তমান অনালোচিত রিপোর্টসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বর্তমান নবম সংসদের সরকারি হিসাব কমিটি এক নজিরবিহীন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ফলে ২০০৯—২০১১ সময়ে বহুসংখ্যক অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি নিষ্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। এই আলোচিতব্য রিপোর্টগুলিতে দশ হাজারের অধিক অডিট আপত্তি রয়েছে।

৪। The tenure of the project SPEMP-B is going to end on 30-6-2014. But only 60% of the activities of the project have been completed. The remaining unutilised fund is sufficient to meet remaining 40% expenditure. Please draft a letter in English on behalf of the C&AG to the Secretary, Finance Division, MoF with a request to extend the project period up to December, 2015 without involving any additional cost of the project. ১০

৫। সরকার কুইক রেন্টাল স্থাপনার মাধ্যমে দেশে বিদ্যুত সরবরাহের ব্যবস্থা নিয়েছেন। ব্যবস্থাটি আর্থিকভাবে গ্রহণযোগ্য কিনা তা নিয়ে পক্ষে বিপক্ষে যুক্তি রয়েছে। বিষয়টির উপর একটি বিশেষ নিরীক্ষা (Special Audit) সম্পাদনের অনুমতি চেয়ে মহাপরিচালক, পূর্ত নিরীক্ষার পক্ষ থেকে সিএন্ডএজি মহোদয়ের অনুমোদন গ্রহণের লক্ষে একটি খসড়া পত্র বাংলায় মুসাবিদা করুন। ১০

খ বিভাগ

৬। পার্থক্য নির্ণয় করুন ঃ— ১৫

(ক) হার্ডওয়্যার ও সফট্‌ওয়্যার;

(খ) ল্যাপটপ ও ডেস্কটপ;

(গ) মাউস ও মাদারবোর্ড;

(ঘ) ওয়ার্ড প্রসেসিং ও স্প্রেডশীট;

(ঙ) মেইনফ্রেম কম্পিউটার ও মাইক্রো কম্পিউটার।

[পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

নম্বর

৭। সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন ঃ— ৮

(ক) অপারেটিং সিসটেম (OS);

(খ) এলএএন (LAN);

(গ) কম্পিউটার নেটওয়ার্ক;

(ঘ) পেনড্রাইভ।

৮। এমএস এক্সেল কি ধরনের সফ্‌টওয়্যার? এটা কি কি কাজে ব্যবহার করা হয়? উদাহরণ দিন। ৭

এসএএস/এসআরএএস (প্রথম পর্ব) পরীক্ষা, ২০১১

সার-সংক্ষেপ, খসড়া, ইংরেজি কম্পোজিশন এবং বেসিক আইটি স্কিলস্

সময়—৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান—১০০

পাস নম্বর—৪০

[দ্রষ্টব্যঃ—ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদেয়। একই প্রশ্নের উত্তরে বাংলা ও ইংরেজি ভাষার মিশ্রণ গ্রহণযোগ্য নয়।]

ক বিভাগ

নম্বর

১। একটি অর্থবহ শিরোনাম দিয়ে উদ্ধৃত গদ্যাংশের সার-সংক্ষেপ লিখুন ঃ— ৩০

১.০১ প্রতিটি দেশেই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নজরদারীর ব্যবস্থা থাকে। এই লক্ষ্যে বাংলাদেশের সংবিধানে অনুচ্ছেদ ১২৭ এবং ১২৮—১৩২ নং অনুচ্ছেদগুলোতে মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক-এর নিয়োগ ও দায়িত্ব পালনের সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। জাতীয় সংসদ আমাদের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। সংবিধানের ৭৬ নং অনুচ্ছেদ এ জাতীয় সংসদের পক্ষে সরকারি হিসাব কমিটি বা Public Accounts Committee নিয়োগ-এর কথা উল্লেখ রয়েছে। এই কমিটি সিএজি প্রণীত অডিট রিপোর্টের উপর আলোচনা করে। আলোচনার পর কমিটির সুপারিশসহ প্রণীত রিপোর্ট জাতীয় সংসদে পেশ করে থাকে।

১.০২ স্বাধীনতা উত্তরকাল থেকে অক্টোবর ২০০৬ পর্যন্ত গঠিত সরকারি হিসাব সম্পর্কিত ৭টি স্থায়ী কমিটি ৪৫২টি সভায় ১৭৪টি অডিট রিপোর্টের ৪৭২৭টি অডিট আপত্তি এবং অডিট মন্তব্য আলোচনা করে। এর মধ্যে ২৩৮৭টি নিষ্পত্তি, ১৮৩৬টি নির্বাহী কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ, ২৬৮টি অডিটের বাস্তব যাচাইয়ের এবং যৌথভাবে ৪২টি আপত্তির উপর ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয় এবং ১৯৪টির উপর সিদ্ধান্ত হয়নি।

১.০৩ সপ্তম সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির দ্বিতীয় সভায় ১৯৭১-৭২ থেকে ১৯৭৯-৮০ এবং অষ্টম সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির দশম সভায় ১৯৭১-৭২ থেকে ১৯৮৯-৯০ সময়ের অনালোচিত অডিট আপত্তি এবং মন্তব্য ত্রি-পক্ষীয় সভায় আলোচনা করে কমিটির কাছে সুপারিশ প্রদানের সিদ্ধান্ত ছিল। পরবর্তীতে অষ্টম সংসদের ৪০তম সভায় ত্রি-পক্ষীয় সভার কার্য-পরিধি পুনঃনির্ধারণ করে ১৯৭১-৭২ সাল থেকে ১৯৯৯-২০০০ সাল পর্যন্ত সময়ের অনালোচিত অডিট রিপোর্টের উপর ত্রি-পক্ষীয় সভা করে সুপারিশ কমিটির নিকট প্রেরণের সিদ্ধান্ত হয় এবং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এ সিদ্ধান্ত যথাযথ অনুসরণ এবং বাস্তবায়ন রিপোর্ট প্রতি ৩ মাস অন্তর কমিটির কাছে প্রেরণ অব্যাহত রাখা আবশ্যক।

[পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

১.০৪ নবম সংসদের প্রথম সভাতেই সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি একজন সভাপতিসহ ১৫ জন সংসদ সদস্য নিয়ে গঠন করা হয়। এই কমিটি সভায় মিলিত হয়ে এ পর্যন্ত ৫৬৮টি অনালোচিত অডিট রিপোর্টের সর্বমোট ১২৭৬৫টি আপত্তির সঙ্গে জড়িত অর্থের পরিমাণ ১৭,৪৪৯ কোটি টাকা। অনালোচিত অডিট আপত্তি আলোচনার জন্য ৪টি সাব-কমিটি গঠন করা হয়েছে। সাব-কমিটিগুলোকে সুনির্দিষ্ট সময় দিয়ে বকেয়া অডিট আপত্তি ও অডিট মন্তব্য নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সুপারিশ প্রদান করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

১.০৫ পুঞ্জীভূত বকেয়া অডিট আপত্তির প্রভাব সুদূরপ্রসারী। বকেয়াভুক্ত ১৭,৪৪৯ কোটি টাকা অনাদায়ী, অসমন্বিত ও হিসাব বহির্ভূত থাকার কারণে সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। জনগণ সরকারের দেয় কল্যাণমূলক সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আর্থিক হিসাব ও উপযোজন হিসাব অতিবিলম্বিত অডিট মন্তব্য ও সরকারের নির্দেশিকা হিসেবে ভূমিকা পালন করতে পারছে না। বকেয়া অডিট আপত্তি যথাসময়ে সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে আলোচনা না হওয়ায়, একই ধরনের আর্থিক অনিয়মের পুনরাবৃত্তি ঘটে চলেছে। মুখ্য হিসাব কর্মকর্তা (PAO) গণ এ বিষয়ে যথাযথ মনযোগ দিচ্ছেন না। সামগ্রিক ফলাফলে দেশের টেকসই উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চয়তার লক্ষ্যে পৌছাতে পারছে না।

১.০৬ সংশ্লিষ্ট স্টেক হোল্ডারদের সঙ্গে আলোচনায় দেখা যায় নানাবিধ কারণে অডিট রিপোর্ট বকেয়া পড়ে যাচ্ছে। অনেক কারণের মধ্যে সময়মতো PAC গঠন না হওয়া, জাতীয় সংসদ সচল না থাকা, কার্যকর বাস্তবায়ন পদ্ধতি চালু না থাকা। জাতীয় সংসদ সচিবালয় থেকে উপযুক্ত সহযোগিতা না থাকায় সরকারি হিসাব সম্পর্কিত কমিটি সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারছে না। একই সঙ্গে নিরীক্ষা আপত্তি সম্পর্কিত নথি ও কাগজপত্রের অবৈজ্ঞানিক সংরক্ষণ অথবা আদৌ সংরক্ষণ না করা, গুণগত মানসম্পন্ন নিরীক্ষা সম্পাদন না করা। সংসদে সরকারি হিসাব সম্পর্কিত কমিটি (PAC) সভা অনুষ্ঠানের স্থানাভাব প্রভৃতি বকেয়া সমস্যাকে জটিল করে তুলেছে।

১.০৭ উপরোক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের তরফ থেকে অডিট আপত্তি বকেয়ামুক্ত করার জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেয়া বিশেষ প্রয়োজন। এই কাজে অর্থ যোগান দিতে দাতা গোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করা যায়। দেশী ও বিদেশী পরামর্শক নিয়োগ করে পিএসি এবং মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কার্যালয়কে আরও সক্ষম করে সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার বিশেষ উদ্যোগ নেয়া যায়। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে অর্থ মন্ত্রণালয় একটি বিশেষ প্রকল্প প্রণয়ন করে সমস্যার স্থায়ী সমাধান দিতে পারে। এতে করে একদিকে PAC এবং OCAG বকেয়ামুক্ত হতে পারে, অন্যদিকে রাষ্ট্র অর্থ ব্যবস্থাপনায় নতুন মাত্রিকতা যোগ করতে পারে।

নম্বর

২। বাংলাদেশের সড়ক ও জনপথ বিভাগের সড়ক ও জনপথসমূহের মেরামত ও সংরক্ষণ ব্যবস্থার উপর একটি বিশেষ নিরীক্ষা গ্রহণের জন্য মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক মহোদয় নির্দেশ প্রদান করেছেন। এই উদ্দেশ্যে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সচিবকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের জন্য ডেপুটী সি এন্ড এজি (সিনিয়র)-এর স্বাক্ষরে প্রেরিতব্য পত্রের একটি খসড়া প্রস্তুত করুন। ১০

৩। Office of the Comptroller and Auditor General of Bangladesh intends to complete the remaining two stories of Audit Bhaban within this financial year. Draft a letter on behalf of CAG to the Secretary, Finance Division for sanctioning Tk. 3 crores for this purpose. ১০

৪। বাংলায় অনুবাদ করুন ঃ— ১০

Audit is a meritorious work which demands certain structured steps. In all cases, auditee organisations are communicated prior to commencement of audit. The field audit starts with meeting the head of the auditee organisation Audit team briefs the head of the office about the objective and scope of audit. Actual field work starts with placing of requisition for necessary documents needed for audit. Individual field audit job is distributed among the team members. The main responsibility during execution phase is to collect sufficient relevent and reliable audit evidence to provide the auditors with a reasonable basis to support the conclusion to be expressed in the report. This is done by adopting proper sampling methods and applying appropriate audit techniques.

৫। ইংরেজিতে অনুবাদ করুন ঃ— ১০

জনাব আহমেদ আতাউল হাকিম বাংলাদেশের দশম মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক। অডিট বিভাগ তাঁকে স্বাগত জানায়। ২০০৮ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি জনাব হাকিমকে শপথ বাক্য পাঠ করান। এই পদে নিয়োগের পূর্বে জনাব হাকিম কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফাইনান্স পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেন। সিভিল সার্ভিসের বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে তিনি নিরীক্ষা ও হিসাব উভয় বিভাগে দায়িত্ব পালন করেন। বহুবিধ গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহের মধ্যে তিনি অর্থ বিভাগের বাজেট শাখার উপ-সচিব/পরিচালক, FIMA-এর মহাপরিচালক, সিভিল অডিটের মহাপরিচালক, ডেপুটী কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (সিনিয়র) এবং কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফাইনান্স-এর পদে দায়িত্ব পালন করেন।

[পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

খ বিভাগ

নম্বর

৬। কম্পিউটার হার্ডওয়ার ও সফটওয়ার বলতে কি বোঝেন? সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন। ১০

৭। পার্থক্য নির্ণয় করুন ঃ— ১২

(ক) LAN এবং WAN;

(খ) ওয়ার্ড প্রসেসিং এবং স্প্রেড শীট;

(গ) কম্পিউটার অপারেটর এবং কম্পিউটার প্রোগ্রামার;

(ঘ) মাদার বোর্ড এবং কী বোর্ড।

৮। টীকা লিখুন (যে কোনো **চারটি**) ঃ— ২×৪=৮

(ক) ডাটা বেইজ;

(খ) এম. এস অফিস;

(গ) অপারেটিং সিস্টেম;

(ঘ) Internet & Networking;

(ঙ) ই-মেইল।

এসএএস/এসআরএএস (প্রথম পর্ব) পরীক্ষা, মার্চ, ২০০৯

সার-সংক্ষেপ, খসড়া, ইংরেজি কম্পোজিশন এবং বেসিক আইটি স্কিলস

সময়—৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান—১০০

পাস নম্বর—৪০

[**দ্রষ্টব্যঃ**—ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

ক বিভাগ

নম্বর

১। একটি অর্থবহ শিরোনামা দিয়ে উদ্ধৃত গদ্যাংশের সার-সংক্ষেপ লিখুন ঃ— ৩০

১.০১ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারে প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠাকরণ ও দুর্নীত প্রতিরোধের জন্য যে সকল প্রতিষ্ঠান নিয়োজিত রয়েছে, তার মধ্যে মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (সিএজি)-এর কার্যালয় অন্যতম। বাংলাদেশ সংবিধান অনুসারে ১৯৭৩ সালে সিএজি অফিসের প্রতিষ্ঠা হয়। এই অফিসটি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সুপ্রীম অডিট ইনস্টিটিউশন (SAI) নামে পরিচিত। এই অফিস সরকারের উপযোজন হিসাব (Appropriation Account) ও আর্থিক হিসাব (Finance Account) নিরীক্ষা করে। এ ছাড়াও সকল সরকারী প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং ৫০ শতাংশ বা ৫০ শতাংশের উর্ধে সরকারী মালিকানায় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষা সম্পাদন করে। নিরীক্ষাযোগ্য প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাধিক্য এবং সেই অনুপাতে কমসংখ্যক অডিটর থাকায় টেস্ট চেক-এর মাধ্যমে নিরীক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠান বাছাই-এর মাধ্যমে এই দায়িত্ব পালন করে আসা হচ্ছে।

১.০২ সিএজি অফিসের জনবলের স্বল্পতা ও দক্ষ অডিটরের অভাব স্পষ্টই লক্ষ্য করা যায়। এই অফিসের সীমিতসংখ্যক দক্ষ, অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবল দ্বারা সরকারের সকল প্রতিষ্ঠান প্রতি বছর নিরীক্ষা করে কার্যকর ও গুণগতভাবে মানসম্পন্ন অডিট রিপোর্ট প্রণয়ন করা দুরূহ। নিয়োগবিধি ও প্রশিক্ষণ নীতি অনুসরণ করে প্রচলিত নিয়মনীতি অনুসরণ করার কারণে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিরীক্ষা বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে সঙ্গত কারণেই সময় লেগে যায়। মানসম্পন্ন নিরীক্ষার জন্য পেশাদারী অডিটরের সংখ্যা যে বেশ অপ্রতুল, তা বলাই বাহুল্য। ফাইনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট একাডেমী (FIMA) বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে, তা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। একাডেমীতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক যোগ্য ও অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকের অভাব, দুর্বল ট্রেনিং কারিকুলাম-এর কারণে একাডেমী সিএজি অফিসের চাহিদানুযায়ী উন্নতমানের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারছে না।

[পর পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য

নম্বর

১.০৩ বাজেট বরাদ্দ ও লোকবল নিয়োগের ক্ষেত্রে এই অফিস অর্থ বিভাগ ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের উপর নির্ভরশীল। প্রকৃতপক্ষে সিএজি অফিস অর্থ বিভাগের একটি সংযুক্ত দপ্তর মাত্র। নিরীক্ষা কাজে সিএজি-এর স্বাধীনতা থাকলেও তাঁর প্রশাসনিক এবং আর্থিক ক্ষমতা সীমিত। বাংলাদেশে এখনো মূলত নিয়মানুগত্য ও বৈধতা নিরূপণ অডিট হয়ে থাকে। এই অডিটে প্রতিষ্ঠানের বা ব্যক্তির ক্ষেত্রে আর্থিক লেনদেন এর ভাউচার এবং কাগজপত্র যাচাই করা হয়। সম্প্রতি পারফরমেন্স অডিট সীমিত আকারে চালু করা হয়েছে।

১.০৪ সিএজি অফিস শুধুমাত্র যে নিরীক্ষার মাধ্যমে আর্থিক দুর্নীতি ও অনিয়ম উদ্ঘাটন করে তাই নয়, অডিট অফিসের অস্তিত্বও অনেক সময় সরকারী প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি হ্রাস করার ক্ষেত্রে একটি নিবারক ভূমিকা পালন করে। 'নিরীক্ষা রয়েছে' এ ধারণা দুর্নীতি রোগে মনস্তাত্ত্বিক চাপ প্রয়োগ করে। ফলে অনেকে দুর্নীতি থেকে নিবৃত্ত থাকতে সচেষ্ট হয়।

১.০৫ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংসদে 'অডিট রিপোর্ট' উপস্থাপন এবং তা PAC-তে আলোচনার প্রক্রিয়া সংসদের নিকট নির্বাহী বিভাগের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ কারণে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই সংবিধানের মাধ্যমে অথবা আইনের মাধ্যমে সিএজি অফিসের পূর্ণ স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা হয়েছে। অথচ সেকেলে অডিট এবং সংসদে সরকারী হিসাব সংক্রান্ত কমিটির নিষ্ক্রিয় ভূমিকা বিপুল পরিমাণ অডিট আপত্তি পুঞ্জীভূত হয়ে থাকছে। ফলে দুর্নীতিতে জড়িত অর্থ আদায় করা সম্ভব হচ্ছে না। সময়ের আবর্তে অডিটের লক্ষ্য, প্রকৃতি ও পদ্ধতির ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বর্তমানে অডিটের উদ্দেশ্য হচ্ছে সরকারী সম্পদ ব্যবহারে মিতব্যয়িতা, দক্ষতা এবং সরকারী কর্মসূচী বা কাজের কার্যকারিতা তথা অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে প্রতিষ্ঠানের সাফল্য-ব্যর্থতা নির্ণয় করা। আধুনিক নিরীক্ষা কাজ সম্পাদন নিশ্চিত করতে অডিটর জেনারেল-এর অফিসে "Improvement of Audit Quality and Management" শীর্ষক একটি প্রকল্প হাতে নেয়া বিশেষ প্রয়োজন। এজন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

২। উপরের অবস্থার পটভূমিতে একটি প্রকল্প অনুমোদনের প্রয়োজনীয়তা জানিয়ে সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়কে সম্বোধন করে ডেপুটি সিএজি (সিনিয়র)-এর স্বাক্ষরে প্রেরিতব্য পত্রের একটি খসড়া প্রস্তুত করুন। ১০

৩। Draft a letter on behalf of CAG to the Secrctary, Finance Division explaining the reasons to introduce separate TA and DA rate for Audit Department. ১০

নম্বর

৪। বাংলায় অনুবাদ করুন ঃ— ১০

For all purposes audit is an aid to management. And audit may be of three types: financial audit, compliance audit and performance audit or value for money audit. In financial auditing, the auditor verifies the accuracy and fairness of the presentation of financial statements. In compliance auditing, the auditor finds out whether the government collected or spent as per authorised amount and purposes determined by the parliament in the national budget. In performance auditing or VFM auditing the auditor ascertains whether or not the tax payers got value for the tax paid by them. In fine audit department gives credible coverage upon auditee organisation.

৫। ইংরেজিতে অনুবাদ করুন ঃ— ১০

১২ই ফেব্রুয়ারি ২০০৮ তারিখে বাংলাদেশের বর্তমান মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক শপথ গ্রহণ করেন। তাঁর নাম জনাব আহমেদ আতাউল হাকিম। বাংলাদেশের সুপ্রীম কোর্টের তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি জনাব এম রুহুল আমীন তাঁকে শপথ বাক্য পাঠ করান। মহাহিসাব নিরীক্ষক প্রজাতন্ত্রের উপযোজন হিসাব ও আর্থিক হিসাব নিরীক্ষা করেন। এ ছাড়াও সব আদালত, সরকারী কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর সরকারী হিসাব নিরীক্ষা করবেন। তিনি হিসাব সম্পর্কে নিরীক্ষা রিপোর্ট প্রদান করবেন। নিরীক্ষা করা তাঁর সাংবিধানিক দায়িত্ব তার অধীনস্থ দশটি অডিট অধিদপ্তর তাঁর দায়িত্ব পালনে সহায়তা প্রদান করে চলেছে।

খ বিভাগ

১। ইন্টারনেট ওয়ার্কিং কি? এতে কি সুবিধা পাওয়া যায়? ৮

২। পার্থক্য নির্ণয় করুন ঃ— ১৫

(ক) পেনড্রাইভ ও ফ্লপিডিস্ক;

(খ) হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার;

(গ) মেইনফ্রেম কম্পিউটার ও মাইক্রো কম্পিউটার;

(ঘ) ল্যাপটপ ও ডেস্কটপ কম্পিউটার;

(ঙ) ক্যালকুলেটর ও কম্পিউটার।

৩। ডাটা বেইজ কি? ডাটা বেইজ ম্যানেজমেন্ট বলতে কি বুঝেন? ৭

এসএএস/এসআরএএস (প্রথম পর্ব) পরীক্ষা, ডিসেম্বর, ২০০৭

সার-সংক্ষেপ, খসড়া, ইংরেজি কম্পোজিশন এবং বেসিক আইটি স্কিলস

সময়—৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান—১০০

পাস নম্বর—৪০

[দ্রষ্টব্য ঃ—ডান পাশে উল্লিখিত সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

ক বিভাগ

নম্বর

১। একটি অর্থবহ শিরোনামসহ নিচের গদ্যাংশের সারাংশ লিখুন ঃ— ৩০

১.১ পানীয় জলের পরেই এখন বর্জ্যকে পরিবেশ অডিটের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসাবে দেখা হয়। INTOSAI-WGEA ২০০৫ সনের সেপ্টেম্বর মাসে এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। INTOSAI-WGEA এর একটি সার্ভেতে দেখা যায় যে, প্রায় ৬৫% এসএআই বর্জ্যকে পানীয় জলের সমান গুরুত্ব দিয়ে থাকে। ব্যাসেল কনভেনশনে বর্জ্যের সংজ্ঞা ছিল নিম্নরূপঃ "যে সকল বস্তু ফেলে দেয়া হয়েছে (disposed of) অথবা ফেলে দেয়ার ভাবনা হচ্ছে (intended to) অথবা আইন মোতাবেক ফেলে দিতে হবে, তাই বর্জ্য"।

১.২ বর্জ্যকে সাধারণভাবে তিন ভাগে ভাগ করা হয় ঃ—

(ক) বিপজ্জনক নয় (non-hazardous),

(খ) বিপজ্জনক (hazardous) এবং

(গ) রেডিও এ্যাকটিভ (radioactive)।

নিচের টেবিল থেকে বিভিন্ন ধরণের বর্জ্য সম্বন্ধে ধারণা হবে ঃ—

উৎপাদন	উপাদান	বৈশিষ্ট্য
গৃহস্থালী	দৈনন্দিন বর্জ্য যেমন খাদ্যাংশ, কাগজ, প্লাস্টিক।	সাধারণভাবে বিপজ্জনক নয় কিন্তু রং, কীটনাশক এগুলো বিপজ্জনক।
বাণিজ্যিক	ঐ	ঐ
শিল্প-সম্পর্কিত	উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বর্জ্য তৈরী হয়, যেমন কাঠ-চেরাই কলের গুড়ো, চামড়া শিল্পের বর্জ্য।	সাধারণত বিপজ্জনক নয়।
স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র	মনুষ্য ও প্রাণীর রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট বর্জ্য যেমনঃ ঔষধ, ব্যান্ডেজ, এক্স-রে প্লেট, ব্যবহৃত সুঁচ ইত্যাদি।	সাধারণভাবে বিপজ্জনক

[পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

নম্বর

বর্জ্য ধারা (wastes stream) একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু এবং এর মধ্যে নিম্নলিখিত ধাপগুলো প্রধান ঃ—

(ক) প্রতিষেধক (Prevention);

(খ) উৎপাদন (Generation);

(গ) রি-সাইকেল (Recycle);

(ঘ) সংগ্রহ (Collection);

(ঙ) পরিবহন (Transportation);

(চ) বিলিবন্দেজ (disposal).

১.৩ বর্জ্য অব্যবস্থাপনায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফলাফল।

প্রত্যক্ষ ফলাফল ঃ—

(ক) মৃত্তিকা দূষণ;

(খ) ভূ-গর্ভস্থ ও বহির্ভাগ পৃষ্ঠের জল দূষণ (ground water and surface water pollution);

(গ) অবৈধ ল্যান্ড-ফিলিং ও ল্যান্ড ফিলিং-এর মন্দ-ব্যবস্থাপনার ফলে গ্রীন হাউস গ্যাস যেমন মিথেনের উৎপাদন।

পরোক্ষ ফলাফল

(ক) ছোঁয়াচে রোগের প্রসার;

(খ) শ্বাস-যন্ত্রের বিভিন্ন রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি;

(গ) সুপেয় জলের স্বল্পতা।

২। ১নং প্রশ্নের অবস্থার প্রেক্ষিতে পারফরমেন্স অডিট অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে ঢাকা মহানগরীর বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর একটি নিরীক্ষা প্রস্তাব দিয়ে সিএজি মহোদয়কে পত্র লিখুন। ১০

৩। SAI Bangladesh has decided to conduct an audit of wastes management of health care centres including hospitals. Write a letter to the Secretary, Ministry of Health and Family Welfare seeking his assistance during field investigation. ১০

৪। Translate into English:— ১০

নিরীক্ষার জন্য একটি কার্যকরী পরিকল্পনা শুরুর প্রথমেই নিরীক্ষককে অডিটি সংস্থার সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা নিতে হবে। নিরীক্ষক যখন অডিটি সংস্থার কার্যক্রম সম্বন্ধে সম্যক ওয়াকিফহাল হবেন তখনই তাঁর পক্ষে ঝুঁকি ক্ষেত্রগুলো খুঁজে বের করা সম্ভব হবে এবং তিনি সংস্থার কার্যাবলি এবং রীতিনীতি/প্রথার গুরুত্ব যথাসম্ভব বুঝতে পারবেন।

নম্বর

নিরীক্ষা পরিকল্পনার সময় অডিটি সংস্থার বিষয় জানার জন্য নিরীক্ষককে নিচের বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে ঃ—

(ক) সংস্থার আইন/বিধান, নীতি, পদ্ধতি;

(খ) সংস্থার পটভূমি এবং ইতিহাসের একটি সারাংশ;

(গ) কর্তৃপক্ষের কার্যাবলি সংক্রান্ত আদেশ (Mandate)এবং আইনগত কাঠামো গঠন (frame work);

(ঘ) সংস্থার সাধারণ, সংস্থান ও ক্রিয়ামূলক ক্ষেত্রসমূহ, কাজের বিবরণী ইত্যাদি;

(ঙ) হিসাব—সংগঠন, ব্যবহারকারী, কাজের বিবরণী;

(চ) বাজেট;

(ছ) অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ—প্রণালীগত ও হিসাব-বিষয়ক নিয়ন্ত্রণ।

৫। বাংলায় অনুবাদ করুন ঃ— ১০

In Bangladesh SAI all initiatives regarding environmental auditing started when two of its officers attended the first environmental workshop or Environmental auditing organised by the INTOSAI Development Initiative and the working group or Environmental Auditing in Autalya, Turkey in November 2003. Bangladesh SAI reports that its representatives at the workshop took full advantage of the training and started implementing the environmental auditing techniques in Bangladesh. Combining its experience in performance auditing newly adopted auditing techniques and its knowledge and experience from the Autalya workshop, the Bangladesh SAI recently conducted an audit of waste management in Dhaka City.

খ বিভাগ

৬। টীকা লিখুন ঃ— ৪×৩=১২

(ক) অস্থায়ী স্মৃতি (temporary memory);

(খ) এ এল ইউ (ALU);

(গ) অপারেটিং সিস্টেম (OS).

৭। কম্পিউটার সফ্‌টওয়্যার কি? কত প্রকার সফ্‌টওয়্যার হতে পারে? সংক্ষেপে লিখুন। ৮

৮। এমএস এক্সেল কি ধরণের সফ্‌টওয়্যার? মুলতঃ কি কি কাজে এটি ব্যবহার করা হয়? উদাহরণসহ লিখুন। ১০